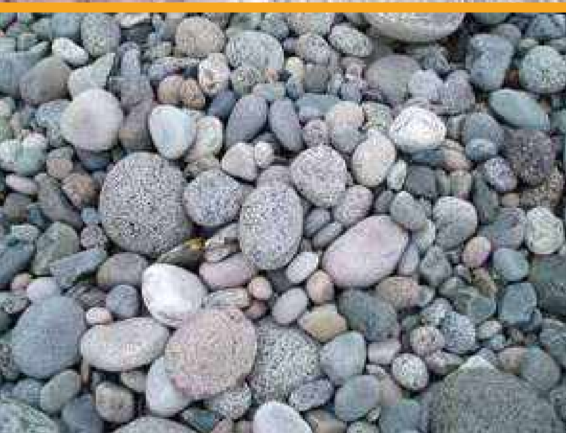

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো
Bureau of Mineral Development

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫৩, পাইওনিয়ার রোড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: info@bomd.gov.bd
www.bomd.gov.bd অথবা বিএমডি.বাংলা
www.facebook.com/emrdbmd

নির্দেশনায়

জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

সম্পাদনা কমিটি

১. জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন, পরিচালক (যুগ্মসচিব)
২. জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, উপপরিচালক
৩. জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)
৪. মোসাঃ মাহবুবা খাতুন, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)
৫. জনাব আজিজুল হক, সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)
৬. ফারজানা হক, সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)

নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) বিগত অর্থবছরের কর্মকাণ্ড সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। সরকার এ খনিজ সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন ও অনুসন্ধানে নিয়েছে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে খনিজ সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তেল ও গ্যাস ব্যতীত দেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদ যেমন-কয়লা, কঠিন শিলা, পাথর, সিলিকা বালু, খনিজ বালু, সাদামাটি ইত্যাদির অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে প্রতিষ্ঠানটি সরকারের রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। আমি আশা করি, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) এর সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁদের মেধা, মনন ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

আমি, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

মোঃ নূরুল আলম
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এ প্রকাশনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম। তেল ও গ্যাস ব্যতীত সমগ্র দেশে প্রাপ্ত মূল্যবান খনিজ সম্পদের উৎস অনুসন্ধান, খনি ও কোয়ারিসমূহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিএমডি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের অত্যন্ত মূল্যবান খনিজ সম্পদ যেমন-কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর, সাধারণ পাথর, বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, খনিজ বালু, সাদা মাটি, লৌহ আকরিক ইত্যাদির অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে। খনিজ সম্পদ খাত থেকে ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিএমডি কর্তৃক রাজস্ব আদায় হয়েছে প্রায় ৮০৮.৮৮ কোটি টাকা, যা দেশের জ্বালানি খাতকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক খাতকে বেগবান করেছে। এছাড়া, খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়নের পর অদ্যাবধি সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকাবালু ও সাদামাটির মোট ২০৭ টি কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে। খনিজ বালু, কয়লা এবং লৌহ আকরিকসহ মোট ৭টি খনিজের অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, যা দেশের জ্বালানি খাতকে প্রতিনিয়ত সম্ভাবনাময় করে তুলছে। বিভিন্ন খনি ও কোয়ারি গেজেটভুক্তকরণ এবং ইজারা প্রদানে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুগুণ বাড়াতে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অদম্য পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

বিএমডির ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ নূরুল আলম

মোঃ আঃ খালেক মল্লিক
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মুখবন্ধ

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো'র ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদনটিতে প্রকাশিত তথ্যাদির মাধ্যমে বিএমডির সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। যা বিএমডির কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা প্রকাশ পাবে বলেও প্রত্যাশা করছি।

বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ধারাকে সচল রাখতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো অবদান রেখে যাচ্ছে। সরকারের প্রতিশ্রুত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে মূল্যবান অংশীদার হতে এবং 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

খনিজ সম্পদ দেশের প্রাকৃতিক সম্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিএমডি তেল ও গ্যাস ব্যতিত দেশের অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে। দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ যেমন- কয়লা, কঠিনশিলা, পাথর, সিলিকাবালু, খনিজবালু, সাদামাটি ইত্যাদির অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে রাজস্ব আয় করে সরকারী কোষাগারকে সমৃদ্ধ করা বিএমডির গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চলতি অর্থবছরে (২০২২-২৩) প্রতিষ্ঠনটি রাজস্ব বাবদ ১১৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৯২ সালে প্রণীত 'খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন' এর ৩৯ নং আইনের ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতায় ২০১২ সালে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিএমডির কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কর্মশক্তি বৃদ্ধিতে ও মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল গড়তে বিএমডি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিএমডি ৯৭.৩৭ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করে, যা প্রতিষ্ঠানটির কর্মসাফল্যের প্রমাণক। আমি বিএমডির সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বিএমডির অভিভাবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। বিএমডির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি আশা রাখছি, বিএমডির এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের মেধা ও দক্ষতা দিয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

সফল ও সুষ্ঠুভাবে বার্ষিক প্রতিবেদনটি তৈরির কাজ সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ আঃ খালেক মল্লিক

মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সম্পাদকীয়

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের বৃত্তান্ত সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশ করা হলো। এ প্রতিবেদনটিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পাশাপাশি এযাবৎ বিএমডির অর্জিত সাফল্যের প্রতিরূপ ফুটে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জন্মলগ্ন থেকেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতায় ২০১২ সালে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ প্রণীত হয়। সমগ্র দেশব্যাপী প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে দেশের রাজস্বখাতকে সমৃদ্ধ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এছাড়াও অবৈধভাবে দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠী দ্বারা উত্তোলিত হলে সেগুলো স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় জব্দপূর্বক উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'রূপকল্প ২০৪১' এর মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন করে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করায় প্রতীজ্ঞাবদ্ধ গণতন্ত্রের মানসকন্যা। এরই ধারাবহিকতায় খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো স্ব-অবস্থানে থেকে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি খনিজবালু, লৌহ আকরিকসহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে বিএমডি সরকারি কোষাগারে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব জমা করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিএমডি সেবা প্রত্যাশীদের ডিজিটাল সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এখন সেবা প্রত্যাশীগণ দেশের যেকোনো স্থান থেকে অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা, কোয়ারি ইজারার আবেদন, নিরাপত্তা জামানতসহ ইজারা প্রাপ্তির সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন করতে পারছেন। তাই সেবা প্রদান প্রক্রিয়া হয়েছে দ্রুত ও সহজতর।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সহযোগিতা, বিএমডির মহাপরিচালক মহোদয়ের সার্বিক দিক-নির্দেশনা এবং বিএমডির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্পাদনা পরিষদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ বিএমডির বিভিন্ন শাখা থেকে সম্পাদিত কার্যক্রমের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। যদি এ প্রতিবদনে কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে থাকে পরবর্তী প্রতিবেদনে তা সংশোধনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি	০১
০২	প্রধান কার্যাবলি	০১
০৩	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর অধীনে খনিজ সম্পদসমূহ	০১
০৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)	১১
০৫	সাংগঠনিক কাঠামো	২৫
০৬	জনবল কাঠামো	২৬
০৭	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	২৭
০৮	সুশাসনের অধীনে কৃত কাজ	২৭
০৯	ফটো গ্যালারী, ২০২২-২৩	৩১-৩৪
১০	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য	৩৫
১১	জন্মলগ্ন থেকে বিএমডি'র অর্জনসমূহ	৩৬
১২	আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩৭
১৩	সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ	৩৮
১৪	উপসংহার	৩৮
১৫	Annexure 1	৩৯
১৬	Annexure 2 একনজরে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বিধিসমূহ	৪১

১.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে বিএমডি প্রতিষ্ঠিত হয়। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিএমডি সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ খনিজ অনসন্ধানের লক্ষ্যে অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, দেশের কোথাও অবৈধ/অননুমোদিতভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা হলে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় জব্দপূর্বক নিলামে বিক্রয় করে থাকে।

২.০ প্রধান কার্যাবলি

(ক) দেশের প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান;
(খ) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ;
(গ) লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ;
(ঘ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর;
(ঙ) মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ;
(চ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত;
(ছ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
(জ) দেশের খনিজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তানির (যদি থাকে) রেকর্ড সংরক্ষণ।
(ঝ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান;
(ঞ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

---: সেই মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। :---

৩.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর অধীনে খনিজ সম্পদসমূহ

(ক) তেল ও গ্যাস ব্যতীত এখন পর্যন্ত দেশে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ হলো কয়লা, পিট, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু, লৌহ আকরিক ইত্যাদি। আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ সমূহের এলাকা ভিত্তিক ম্যাপিং (সূত্র: জিএসবি-এর ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত)

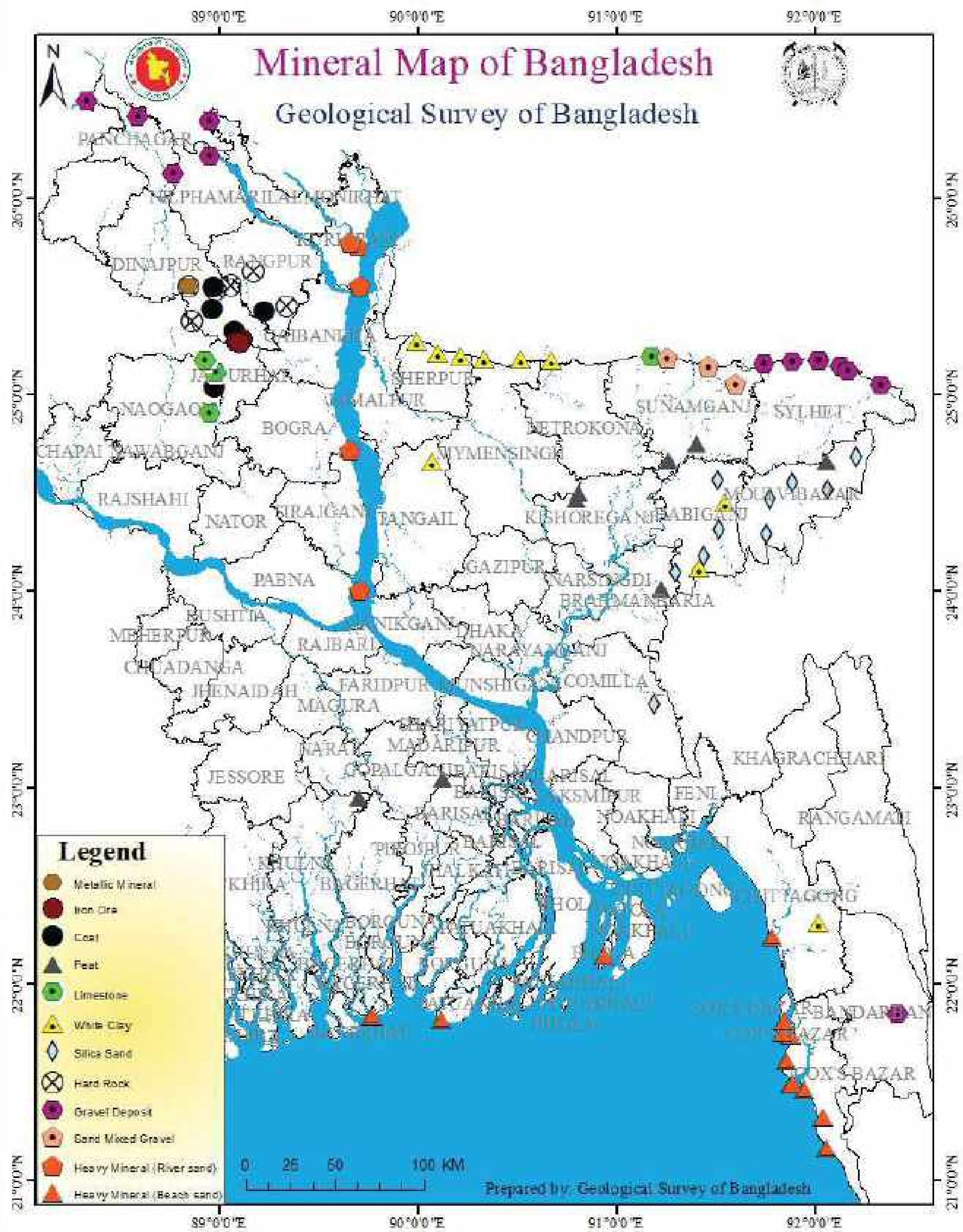

চিত্র: মানচিত্রে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ।

---: পিতা-মাতার নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ। :---

৩.১ কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৩৩০০ মিলিয়ন টন যা প্রায় ৭৮ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাসের সমতুল্য। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে উৎপাদিত কয়লায় সালফারের পরিমাণ অতি সামান্য (০.৫৩%) থাকায় এবং তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় (১১০৪০কিউবিক/পাউন্ড) তা উন্নতমানের কয়লা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৩.১.১ এক নজরে দেশের ০৫ (পাঁচ) টি কয়লাক্ষেত্রের নাম ও আনুমানিক মজুদ

কয়লাক্ষেত্রের নাম	আবিষ্কারক ও আবিষ্কারের সন	গভীরতা (মিটার)	মজুদ (মে. টন) জিএসবির ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তথ্য	মজুদ (মে. টন) বিসিএমসিএল ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তথ্য
বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৮৫	১১৭-৫০৬	৩০০	৩৯০
দিঘীপাড়া, দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৯৫	৩২৮-৪৫৫	১৫০	৮৬৫
খালাশপীর, রংপুর	জিএসবি ১৯৮৯	২৯৭-৪৮২	১৪৩	৬৮৫
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	বি.এইচ.পি মিনারেলস ১৯৯৭	১৫০-২৪০	-	৫৭২
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	জিএসবি ১৯৫৯	৬৪০-১১৫৮	১০৫৩	৫৪৫০

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ১০-০৭-১৯৯৪ তারিখে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের নিমিত্ত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর অনুকূলে খনি ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। বর্তমানে পেট্রোবাংলার অধীন বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (BCMCL) এর মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন করছে। উক্ত কয়লাক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে (Under Ground Mining Method) কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে এবং উত্তোলিত কয়লা দ্বারা কয়লা খনি এলাকায় অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ৫২৫ মেগাওয়াট উৎপাদনসহ উৎপাদিত কয়লা বিক্রি করে সরকারি রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে।

---; আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ;---

৩.১.২ ২০০৫ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বড়পুকুরিয়ার কোল মাইনিং কোম্পানি লি.কর্তৃক পরিশোধিত রয়্যালটি তথ্য (বিসিএমসিএল কর্তৃক ট্রেজারি চালানে পরিশোধিত)

সময়	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	বিএমডি কর্তৃক গৃহীত / অর্জিত রয়্যালটি (টাকায়)
২০০৫-০৬	৩০৩০১৫.৯২৩	৫,৫৩,৯৫,৯১৮
২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮	১,০৬৫,৪৭৪.১৮৫	১৯,৮২,৫৩,৬৩৪.১৮
২০০৮-০৯	৮২৭৮৪৫.০৬৭	২২,৭২,৬১,৬৪৮.৯৩
২০০৯-১০	৭০৪৫৬৭.৭৬০	২৩,৩৪,৪১,১৬৬.৫৮
২০১০-১১	৬৬৬৬৩৫.৩৯০	১৯,৩৫,৯৪,৯১৭.৫৫
২০১১-১২	৮৩৫০০০.০০০	৩৬,৩৬,৮১,২৮৩.১
২০১২-১৩	৮৫৪৮০৩.৮৫০	৩৫,৫৯,৮৭,৯৫৩
২০১৩-১৪	৯৪৭,১২৪.৫৬৬	৩২,৪১,৯২,০৯২
২০১৪-১৫	৬৭৫,৭৭৫.৫০০	২২,৫৩,৯১,২৯৯
২০১৫-১৬	১,০২১,৬৩৮.১০০	৩১,৭৮,২৬,০০৮
২০১৬-১৭	১,১৬০,৬৫৭.৮১০	৪৩,৬০,৮০,৯৬৯ (বকেয়াসহ)
২০১৭-১৮	৯২৩,২৭৬.০৮০	৭৮,০৪,০৪,৯৭১ (বকেয়াসহ)
২০১৮-১৯	৭,৯৯,৪৩০.২০	৩১,৭৩,২৯,১৪১
২০১৯-২০	৮১১,১৩৭.১১৯	৭৩,৫৯,৫৩,০০০
২০২০-২১	৭,৫৩,৯৭২.৮৩০	৬৩,৯৫,৯৩,৭২৭
২০২১-২২	৪৮৭,৮৬২.৫৩৬	৬৭,৪৬,৬৪,০৬৭
২০২২-২৩	৭৬৭৩০৭.৪৬৫	৯৭,০০,৫২,৬৮৫
মোট	**১২০৫২১২১.৩৫১**	**৭০৪৯১০৪৪৮০**

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অনুকূলে ২১-১২-২০০৮ তারিখে অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয়। অনুসন্ধান কার্যক্রমের অধিকতর উন্নয়ন এবং ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার সাথে সম্পাদিত উক্ত অনুসন্ধান চুক্তি ২১-১০-২০১৫ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর অধীন "Feasibility Studz for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh (1st Revised)"

---: সদ্ব্যবহার করা ঈমানের অংশ। :---

শীর্ষক প্রকল্পের কাজ গত ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে সমাপ্ত হয় এবং MIBRAG Consulting International GmbH, Germany; FUGRO Consult GmbH, Germany Ges Runge Pincock Minarco Limited, Australia নামক তিনটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনার নিমিত্ত বর্তমানে বিসিএমসিএল কর্তৃক রিভিউ করা হচ্ছে।

চিত্রঃ দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি থেকে সংগৃহীত কয়লার নমুনা।

৩.১.৩ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাঃ

দেশের ভবিষ্যত জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্তে দেশীয় উৎস হতে উত্তোলনযোগ্য কয়লার উৎস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জয়পুরহাট জেলার সদর ও নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলায় অবস্থিত জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশের ১৫ বর্গ কি. মি (১৫০০ হেক্টর) এলাকায় খনি অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

৩.২ পিট

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী মাদারীপুর জেলার চান্দা-বাঘিয়া বিল, খুলনা জেলার কোলামৌজা, মৌলভীবাজার জেলার চাতালবিল, হাকালুকি হাওরসহ সুনামগঞ্জ, ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলায় এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় পিট কয়লার মজুদ রয়েছে। জ্বালানি হিসাবে গৃহস্থালী কাজে, ইট ভাটা, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি সহায়ক হিসেবে পিট কয়লা ব্যবহার করা যায়। প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী দেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত প্রাপ্ত পিটের মোট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৫১০ মিলিয়ন টন।

চিত্রঃ পিট।

---: আত্মীয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করলে রিজিক ও হায়াত বৃদ্ধি পায়। :---

৩.৩ কঠিন শিলা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৭৪ সালে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় ১২৮ মিটার গভীরতায় আবিষ্কৃত প্রিক্যামব্রিয়ান যুগের ২৫০ কোটি বছরের অতি পুরাতন কঠিন শিলা আবিষ্কৃত হয়। কঠিন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যে বিএমডি গত ১১.০৭.১৯৯৪ তারিখে পেট্রোবাংলার অনুকূলে কঠিন শিলা খনি ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করে। বর্তমানে পেট্রোবাংলার অধীন মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) খনি হতে কঠিন শিলা উত্তোলন করছে। এমজিএমসিএল কর্তৃক প্রথমে খনি উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নভেম্বর/২০০৫ পর্যন্ত সহজাত হিসেবে এবং অক্টোবর/২০০৬ পর্যন্ত Trial/Testing Production এর আওতায় কঠিন শিলা উত্তোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে মে/২০০৭ হতে বণিজ্যিকভাবে কঠিন শিলা উত্তোলন কার্যক্রম শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। উত্তোলিত কঠিন শিলা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখাসহ সরকারি রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩.৩.১ ২০০৭ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হতে ২০২২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লি. কর্তৃক পরিশোধিত রয়্যালটি তথ্য (এমজিএমসিএল কর্তৃক ট্রেজারি চালানে পরিশোধিত)

সময়	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	বিএমডি কর্তৃক গৃহীত/অর্জিত রয়্যালটি (টাকায়)
২০০৭-২০০৮	২২৫৬৭৩.৮৭	২,০২৪,৩০২.৭০
২০০৮-২০০৯	২২৯২৩১.৬০	৬,২৮৪,২৬০.৭২
২০০৯-২০১০	২৬১৯২৬.৫০	৮,২৮৪,০১০.৮৯
২০১০-২০১১	২৩৬৫২৯.২৬	৪,৪২০,৪৯৭.৭৮
২০১১-২০১২	৩০৬২২২.৯৬	৮,৮৪৮,৮৯১.০০
২০১২-২০১৩	২৮১,৪০১.৯৪	১১,২৫০,৭০৯.০০
২০১৩-২০১৪	১৮৭,৩৪১.৮১	৬,৪৫৭,৮০৯.০০
২০১৪-২০১৫	৯৩১,৪৭৬.২০	১১,৯০০,৪২৪.০০
২০১৫-২০১৬	১৫৩,৭১৯.০৬	৩৪,৩১৫,০৫৫.০০
২০১৬-২০১৭	৫৬,৫১৮.২৯	৪,০৬৯,১৭৭.০০
২০১৭-২০১৮	৭৫৯,৩৩৩.২৩	২৫,৪৭৭,৬২৬.০০
২০১৮-২০১৯	১,০৬৭,৬৪৬.৭৩	৪৩,০৫৬,৭২৬ (বকেয়াসহ)
২০১৯-২০২০	৮২৩,৯৫৯.১০	৩৮,৩৮৩,৮৯৫.০০
২০২০-২০২১	১,০১৭,০৩০.৮৩	৬৫,২০৯,৬৫৭.৭৭
২০২১-২০২২	৯৬৩,৬২৮.০৮	৯০,৪৫১,৭৪৩.০৬
২০২২-২৩	১,০৬৩,৩৩২.৩৭	১২৪,৮৫৮,৭৯২.১০
মোট	**৮,৫৬৪,৯৭১.৮৩**	**৪৮৫,২৯৩,৫৭৭.০২**

---; রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো। (আল-হাশরঃ৭) ;---

চিত্র: মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির স্টোন স্টকইয়ার্ড।

৩.৪ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর

তেল ও গ্যাস ব্যতীত দেশে প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর অন্যতম। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত জমির পাথর কোয়ারিসমূহ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক জরিপকার্য পরিচালনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক খনিজ সম্পদ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে যা ১৪ মার্চ, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটভুক্ত এলাকা ছাড়াও বর্ণিত জেলাসমূহে এবং নীলফামারী জেলায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতেও পাথরের মজুদ রয়েছে।

৩.৪.১ গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য

জেলা	পাথর কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সিলেট	০৮	৯১৪.৯৩
সুনামগঞ্জ	০২	৩০৩.৩১
পঞ্চগড়	১৯	৭১৪.৫৩
লালমনিরহাট	১১	৩২.০২
বান্দরবন পার্বত্য জেলা	১০	-
মোট	৫০	১৯৬৪.৭৯

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে খাস খতিয়ানভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের বিধান রয়েছে। গত ০৩-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক "পাথর উত্তোলনে সমস্যা নিরসনে সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি" গঠনের প্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ১৮-০২-২০২০ এবং ০২-১১-২০২০ তারিখের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল পাথর কোয়ারি ইজারা বন্ধ রয়েছে। খনিমুখে প্রতি ঘনফুট পাথরের মূল্য সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য ৪৮ টাকা এবং পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার জন্য ৩৮ টাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর ১১ তম তফসিল মোতাবেক খনি মুখে প্রতি ঘনফুট পাথরের মূল্যের ১৫% হারে রয়্যালটি আদায়ের বিধান রয়েছে। সে হিসেবে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য ৭.২ টাকা এবং পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার জন্য ৫.৭ টাকা হারে সরকার রয়্যালটি পেয়ে থাকে।

---: আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের আকৃতি ও ধন-দৌলতের দিকে তাকাবেন না:
বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে দেখবেন। (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৬৪) :---

৩.৫ সিলিকা বালু

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ২(২৫) অনুযায়ী যে সমস্ত বালুতে ৯০% এর অধিক সিলিকন-ডাই-অক্সাইড (SiO2) রয়েছে সে বালুকে 'সিলিকা বালু' বলা হয়। সিলিকা বালু গ্লাস ও সিরামিক শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি নির্মাণ কাজেও ব্যবহৃত হয়। দেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলায় সিলিকা বালু পাওয়া যায়। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার আলোকে সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত জমির সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক জরিপকার্য পরিচালনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক খনিজ সম্পদ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে, যা ২৭ জুন, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটভুক্ত এলাকা ছাড়াও বর্ণিত জেলাসমূহে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সিলিকা বালুর মজুদ রয়েছে। গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

জেলা	সিলিকা বালু কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সিলেট	০৩	১০.৭৬
মৌলভীবাজার	৫২	১১৪.১১
হবিগঞ্জ	২৩	২০৭.৪১
সর্বমোট	**৭৮**	**৩৩২.২৮**

প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে স্থানীয় ও পাহাড়ি ঢলের দ্বারা কোয়ারিসমূহে সিলিকা বালুর সঞ্চায়ন ঘটায় মজুদের তারতম্য ঘটে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে খাস খতিয়ানভুক্ত/গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের বিধান রয়েছে। সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ খনিজ সম্পদ হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে ১৪২১-১৪২২ বাংলা সন হতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৪২১-১৪২২ বাংলা সনে ইজারা শুরু করার পর এ পর্যন্ত খাস খতিয়ানভুক্ত এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদান করে বিএমডি প্রায় ১৭ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করে। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-২৯৪৮/২০১৬ এ বিজ্ঞ আদালত মৌলভীবাজার জেলার ৫২ টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদানের পূর্বে Environmental Impact Assessment (EIA) প্রণয়নপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র সংগ্রহ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং জেলা প্রশাসনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিএমডি কর্তৃক প্রস্তাবকৃত এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ৩৩ টি সিলিকা বালু কোয়ারি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী Environmental Impact Assessment (EIA) প্রণয়ন করে অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র সংগ্রহপূর্বক করে বিএমডিতে দাখিল করার জন্য ইজারা প্রত্যাশীগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র দাখিল করা হলে কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদান করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া, হবিগঞ্জ জেলার ২৩ টি সিলিকা বালু কোয়ারির মধ্যে বর্তমানে ০৬ টি কোয়ারি ইজারাধীন রয়েছে।

---: হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর,
নিশ্চয়ই আমি দিনে আল্লাহর নিকট একশতবার করে তাওবা করি। (সহীহ মুসলিমঃ ২৭০২) :---

চিত্রঃ সিলিকা বালু

৩.৬ সাদামাটি

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯নং আইন) এর ধারা ২(খ)(অ) এর বিধানমতে সিরামিক, রিফ্র্যাক্টরী ও শোষণক্ষম সম্বন্ধীয় জিনিস তৈরীতে ব্যবহৃত ক্লে বা সাদামাটি/চিনামাটি (White Clay/China Clay) একটি খনিজ সম্পদ। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আলোকে সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদান, সাদামাটি উত্তোলন ও অপসারণসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সাদামাটি আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনের নিরিখে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। ঘর-গৃহস্থালির নানাবিধ তৈজস সিরামিক সামগ্রী, টাইলস ইত্যাদি ছাড়াও ইনসুলেটর, রিফ্র্যাক্টরী, ঔষধ, কাঁচ ও কাগজ শিল্পে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। সাদামাটিতে সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, টাইটেনিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদানসমূহ রয়েছে। মনিকতাত্ত্বিক (Mineralogical) দিক দিয়ে সাদামাটি/চিনামাটির মূল মনিক কেওলিনাইট (Kaolinite) । প্রযুক্তির দ্রুত রূপান্তর ও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ব্যবহারের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় সাদামাটির আর্থিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এলাকার পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশে পাললিক শিলাস্তর (Sedimentary Rock) এ বিদ্যমান এ সাদামাটি দেশের খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় সাদামাটি পাওয়া যায়।

নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় বিভিন্ন মৌজায় সাদামাটির কোয়ারি এলাকায় যে সাদামাটি পাওয়া যায় সে সব সাদামাটির গুণগতমান মোটামুটি ভাল। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে গত ২০০৭ সালে এ মর্মে প্রজ্ঞাপন জারী করে যে "সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন নিষিদ্ধ করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে, অনিবার্য প্রয়োজনে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন করা যাইবে"। সে পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সাদামাটি কোয়ারিসমূহের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় ১ (এক) টি প্রতিষ্ঠান রিট পিটিশন এর আদেশে সাদামাটি কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

---: নিশ্চয়ই আল্লাহ মৃত্যুর গড়গড়া না আসা পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন। (জামে তিরমিযীঃ ৩৭৩৭) :---

চিত্রঃ সাদামাটি কোয়ারি।

৩.৭ খনিজ বালু

আমাদের দেশের কক্সবাজার, টেকনাফ, মহেশখালী, পটুয়াখালী, ভোলা অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় এবং নদী তীরবর্তী চর এলাকায় খনিজ বালুর সন্ধান পাওয়া যায়। খনিজ বালুর মধ্যে জিরকন, গার্নেট, লিওককসিন, মোনাজাইট, রুটাইল, ইলমেনাইট এবং মেগনেটাইট প্রধান। এ জাতীয় খনিজ বালু অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর বহুবিধ ব্যবহার বিদ্যমান। এ খনিজ বালু সাবান, ঔষধ শিল্পে মসৃণ ও চকচকে করার কাজে ব্যবহৃত হয়। জিরকন আণবিক/পারমাণবিক চুল্লীর আবরণে ব্যবহৃত হয়। তাপ ও ক্ষয়রোধক কম্পিউটার ডিস্ক, লাইন প্রিন্টার, বৈদ্যুতিক মটর, আণবিক/পারমাণবিক চুল্লীর প্রলেপ, টেলিভিশন টিউবসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হয়। দেশে এ সকল খনিজ বালু নিয়ে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান ও উত্তোলন বিষয়ে তেমন কোন কাজ হয়নি। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন খনিজ বালুর উপস্থিতি নিশ্চিত করলেও এসব খনিজ বালুর মাত্রা, বিভিন্ন খনিজ বালুর অনুপাত, এলাকা চিহ্নিতকরণ, পরিবেশের উপর এর প্রভাব, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক কোন সমীক্ষা করা হয়নি। গাইবান্ধা জেলার সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর চর এলাকার ৪০০০ (চার হাজার) হেক্টর ভূমিতে খনিজ বালু অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ০১-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেড এর অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। বর্তমানে উক্ত এলাকায় খনিজ বালু অনুসন্ধান কার্যক্রম রয়েছে।

চিত্রঃ এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেড এর আওতাধীন খনিজ বালু পরিদর্শন।

---: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল দিবসের উপর ঈমান রাখে,
সে যেন উত্তম কথা বলে: নতুবা চুপ থাকে। (সহীহ বুখারীঃ ৬১৩৮) :---

চিত্র: এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেড এর আওতাধীন খনিজ বালু পরিদর্শন।

৩.৮ লৌহ আকরিক

দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট এলাকায় প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার (১০০০ হেক্টর) ভূমিতে প্রাপ্ত লৌহ আকরিকের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের নিমিত্ত ২১-১১-২০২১ খ্রি. তারিখে ০২ (দুই) বছর মেয়াদে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। বর্তমানে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। লাইসেন্স এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে জানা যায়, কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কনসাল্টিং ফার্ম নিযুক্ত করা হয়েছে। স্টাডির ভৌত কাজসহ সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সম্পন্ন করার জন্য কোম্পানির পাঁচজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। কনসাল্টিং ফার্ম কর্তৃক স্টাডি এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শকদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য মালামাল ও পরিষেবা ক্রয়ের কাজ চলমান আছে।

৪.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

৪.১ ভিশন ও মিশন

ভিশন: স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের নিমিত্ত বিএমডির যাবতীয় সেবাসমূহ ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন এর আওতায় আনা।

মিশন: খনি ও খনিজ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গঠন, শিল্পায়ন, টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন/নির্মাণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন।

---: বিপদের প্রথম অবস্থার ধৈর্যই প্রকৃত ধৈর্য। (সহীহ বুখারীঃ ১২৮৩)। :---

৪.২ প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

৪.২.১ নাগরিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান	অনলাইনে (প্রাপ্তির লিংক- http://esheba.bomd.gov.bd) বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন অনুমোদনের লক্ষ্যে সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে মহাপরিচালক নিজে বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তার মাধ্যমে অনুসন্ধান লাইসেন্স এর জন্য আবেদনকৃত এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার নিমিত্ত সরেজমিন তদন্ত করা হয়। অনুমোদনযোগ্য হলে সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীর সাথে অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদনপূর্বক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।	(ক) যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র; (খ) আবেদন ফরম (নির্ধারিত ফরম) ক্রয়ের টাকা জমাদানের চালানের মূল কপি (টাকা প্রদানের কোড নম্বর- ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১); (গ) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি (আবেদন ফি প্রদানের কোড নম্বর- ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১); (ঘ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশি নয় এরূপ এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/ স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট /এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ ম্যাপ; (ঙ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;	(ক) আবেদন ফরম- ১০০০/- (এক হাজার মাত্র) টাকা; (খ) অনুসন্ধান লাইসেন্সের জন্য প্রথম ১০০ (একশত) হেক্টর বা ইহার অংশবিশেষের জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা;	৬০ কার্য দিবস	২। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন: ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd ২। জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন: +৮৮০২-৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল: ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ E-mail: adgeochem@ bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			(ছ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি.আই.এন. সনদ; (ঝ) বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে ২ (দুই) কপি সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা অংশীদারি দলিল বা সমমানের যে কোন আইনানুগ প্রমাণপত্র; (ঞ) বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোম্পানির নিবন্ধনের সনদ।			৩। জনাব ফারজানা হক সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল) মোবাইল: ০১৯৪২-৩৪০২৬২ E-mail: admine@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২	খনি ইজারা প্রদান	অনলাইনে (প্রাপ্তির লিংক- http://esheba.bomd.gov.bd) বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে পরিচালক নিজে বা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তার মাধ্যমে খনি ইজারার জন্য আবেদনকৃত এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরেজমিন তদন্ত করা হয়। অনুমোদনযোগ্য হলে সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীর সাথে অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদন করে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।	(ক) যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র; (খ) আবেদন ফরম (নির্ধারিত ফরম) ক্রয়ের টাকা জমাদানের চালানের মূল কপি (টাকা প্রদানের কোড নম্বর- ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১); (খ) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি (আবেদন ফি প্রদানের কোড নম্বর- ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১); (গ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশি নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ ম্যাপ এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ ম্যাপ; (ঘ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঙ) অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের একটি প্রামাণিক কপি; (চ) সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নিগমিতকরণ/ নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুইটি করে কপি;	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	৩। জনাব ফারজানা হক সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল) মোবাইল: ০১৯৪২-৩৪০২৬২ E-mail: admine@bomd.gov.bd

---: পিতা-মাতার নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ। :---

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			(ছ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের হালনাগাদ/কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (ঝ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি.আই.এন. সনদ; (ঞ) বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ। খনি ইজারার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দলিলপত্র ছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে হয়। যথা: (ক) খনিজ সম্পদ আহরণ এবং পরিচালনার জন্য কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি পূর্ণাঙ্গ খনি খনন পরিকল্পনা; (খ) খনি খনন পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা: (১) খনি বাস্তবায়নকালে নির্বাহিতব্য ব্যয়ের বিবরণ;			

---: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। :---

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			(২) এলাকার বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক বিবরণসহ খনিজের মজুদ প্রদর্শনপূর্বক ১ (এক) সেন্টিমিটার: ১ (এক) কিলোমিটার স্কেলের মানচিত্র; (৩) অবস্থান, প্রধান মজুদসমূহের বিবরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ ভূতাত্ত্বিক কাঠামো বা বেসিনের আকার প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; (৪) সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রমাণিত বা সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ; (৫) ন্যূনতম উৎপাদন হার; (৬) ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ খনন পদ্ধতি; (৭) খনি খননের বিভিন্ন স্তরে কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন জনবলের বিবরণ; (৮) রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ স্থাপনা। যেমন: গুদাম এবং ল্যাম্প রুম, ওয়ার্কশপ, খনিজ উপযোগীকরণ প্লান্ট, অফিস, আবাসন ও বিনোদন স্থান ইত্যাদির অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; এবং (৯) খনি খনন পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ের সম্ভাব্য ব্যয়। (গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২-এর অধীন প্রদেয় রয়্যালটি, বাৎসরিক ফি ও অন্যান্য বকেয়া প্রদান নিশ্চিত করবার জন্য দফা (খ) এর অধীন দাখিলকৃত খনি খনন পরিকল্পনায় উল্লিখিত সম্ভাব্য ব্যয়ের ৩% ব্যাংক গ্যারান্টি; এবং (ঘ) পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি)।			

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩ (ক)	কোয়ারি ইজারা প্রদান (গেজেটভুক্ত সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত জমি)	সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারিসমূহ ১লা বৈশাখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী জেলা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র জারীর পর অনলাইনে (প্রাপ্তির লিংক- http://esheba.bomd.gov.bd) বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে ইজারা প্রদানের সুপারিশ ব্যুরোতে প্রেরণ করে। ব্যুরো কর্তৃক উক্ত সুপারিশ সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তথা সরকার বরাবর প্রেরণ করা হয়। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, ইজারামূল্যের উপর ভ্যাট ও আয়কর এবং বিধি মোতাবেক নিরাপত্তা জামানতের অর্থ ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে জমা দেয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট হতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ও অন্যান্য নির্ধারিত পাওনাদি অগ্রিম প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইজারাগ্রহীতার সাথে বিধি অনুযায়ী কোয়ারি ইজারাচুক্তি সম্পাদন করে ইজারা মঞ্জুরিপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।	ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র; (খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি, কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির সুপারিশ।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী	সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর ১৫ কার্য দিবস	১। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd ২। জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন: +৮৮০২-৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল: ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ E-mail: adgeochem@bomd.gov.bd

---: নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা-লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। :---

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩ (খ)	কোয়ারি ইজারা প্রদান (ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি)	অনলাইনে (প্রাপ্তির লিংক- http://esheba.bomd.gov.bd) বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র বিধি মোতাবেক যথার্থ কিনা তা যাচাই-বাছাই করে যথার্থ হলে বিধি মোতাবেক মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে জিএসবি এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধি মনোনয়ন পাওয়ার পর বিএমডি, জিএসবি এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আবেদনকৃত এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে জমির মালিকানা, ধরণ ইত্যাদি যাচাই-বাছাই এবং স্থানীয় বাজার দর মোতাবেক কোয়ারি ইজারামূল্য নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর সকল কাগজপত্রসহ ধার্যকৃত মূল্যে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তথা সরকার বরাবর প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর আবেদনকারীর নিকট হতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, নিরাপত্তা জামানত ও অন্যান্য নির্ধারিত সরকারি পাওনাদি অগ্রিম প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবেদনকারীর সাথে বিধি অনুযায়ী কোয়ারি ইজারা চুক্তি সম্পাদন করে আবেদনকারীর অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরিপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।	(ক) যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র; (খ) আবেদন ফরম (নির্ধারিত ফরম) ক্রয়ের টাকা জমাদানের চালানের মূল কপি (টাকা প্রদানের কোড নম্বর- ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১); (গ) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি (আবেদন ফি প্রদানের কোড নম্বর- ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১); (ঘ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশী নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ)কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তা হলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ ম্যাপ; (ঙ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (চ) অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের একটি প্রামানিক কপি; (ছ) সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নিগমিতকরণ/ নিবন্ধন সনদের একটি সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘবিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুইটি করে কপি।	(ক) আবেদন ফরম- ১০০০/- (এক হাজার) টাকা; (খ) কোয়ারি ইজারার জন্য প্রথম ৩০ (ত্রিশ) হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশবিশেষের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।	৬০ কার্যদিবস	১। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd ২। জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন: +৮৮০২-৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল: ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ E-mail: adgeochem@bomd.gov.bd

---: *আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।* :---

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			(জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ঝ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদার গণের হালনাগাদ/ কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (ঞ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি,আই,এন সনদ; (ট) বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ; (ঠ) ব্যুরোর তালিকাভুক্ত একজন পরামর্শক ভূতত্ত্ববিদ কর্তৃক প্রদত্ত ৩ (তিন) কপি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন।			

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩ (গ)	সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদান	গেজেটে প্রকাশিত খাস খতিয়ানভুক্ত জমিতে সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে (প্রাপ্তির লিংক- http://esheba.bomd.gov.bd) বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক ও একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই এর কপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য আবেদনপত্রসমূহের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর আবেদনকৃত কোয়ারি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যাচাই-বাছাই করে এলাকা চিহ্নিত করে এলাকার চতুঃসীমা নির্ধারণক্রমে মনিটরিং কমিটি ইজারার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত/ সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন বিএমডি বরাবর দাখিল করে। মনিটরিং কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকারের অনুমোদনক্রমে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে সাদামাটি পাওয়া গেলে জমির মালিক সাদামাটি ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে জমির মালিক বা মালিকের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাঁর অনুকূলে কোয়ারি ইজারা মঞ্জুর করা করা হয়।	(ক) যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র; (খ) আবেদন ফরম (নির্ধারিত ফরম) ক্রয়ের ১০০০/- (এক হাজার) টাকা জমাদানের চালানের মূল কপি (টাকা প্রদানের কোড নম্বর- ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১); (গ) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি (আবেদন ফি প্রদানের কোড নম্বর- ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১); (ঘ) পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি; (ঙ) ব্যাংক সলভেন্সি সনদের সত্যায়িত কপি; (চ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি; (ছ) টিআইএন এর সত্যায়িত কপি; (জ) মৌজা ম্যাপ ৩ (তিন) কপি; (ঝ) টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ৩ (তিন) কপি; (ঞ) ভূ-তাত্ত্বিক প্রতিবেদন ৩ (তিন) কপি; (ট) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর প্রত্যয়নপত্র; (ঠ) নামজারীর সত্যায়িত কপিসহ জমির মালিকানার প্রমাণপত্র (ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে)। * আবেদনকারীকে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরিপত্র প্রাপ্তির পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র (উঙ্গঈ) গ্রহণ করে তা বিএমডিতে দাখিল করতে হয়। অন্যথায় আবেদনকারীর অনুকূলে কোনক্রমে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরিপত্র প্রদান করা হয় না।	(ক)আবেদন ফরম- ১০০০/- (এক হাজার) টাকা; (খ) কোয়ারি ইজারার জন্য প্রথম ৩০ (ত্রিশ) হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশবিশেষর জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।	৬০ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক ফোন: +৮৮০২-৪৮৩১৮৮৩৭ E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd

৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail : dg@bomd.gov.bd
২	দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান এবং ইজারা অনুমোদন প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ	সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে জেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশসহ ব্যুরোতে প্রেরণ করার পর কোয়ারি ইজারা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	(ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র; (খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি, কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির সুপারিশ।	বিনামূল্যে	জেলা কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail : dg@bomd.gov.bd
৩	কোয়ারি ইজারামূল্য নির্ধারণ	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সভা আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী এবং জেলা কমিটির চাহিদা মোতাবেক।	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail : dg@bomd.gov.bd

---: পিতা-মাতার নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ। :---

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪	সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সভা আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী এবং জেলা কমিটির চাহিদা মোতাবেক।	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail : dg@bomd.gov.bd
৫	খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান	সময়ে সময়ে সরকারের জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য/ উপাত্ত প্রেরণ করা হয়।	বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail : dg@bomd.gov.bd
৬	খনিজ পদার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত	খনিজ পদার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহের আদেশ বাস্তবায়ন, সময়মত দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপিল দায়েরকরণের বিষয়ে সলিসিটর উইংকে তথ্যাদি প্রেরণ।	রুলের সার্টিফাইড কপি, আরজির কপি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির ০৭ কার্য দিবস বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী।	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail : dg@bomd.gov.bd

---: পিতা-মাতার নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ। :---

৪.২.৩ অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারি বিধি অনুযায়ী	বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের পর ০৭ কার্য দিবস	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail : dg@bomd.gov.bd
২	ছুটি, জিপিএফ, পেনশন (ব্যক্তিগত প্রাপ্যতা)	সি.এ.ও. এর প্রত্যয়ন এবং আবেদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সি.এ.ও এর প্রত্যয়ন পত্র, আবেদনপত্র খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারি বিধি অনুযায়ী	আনুষঙ্গিক তথ্যাদি প্রাপ্তির পর ০৭ কার্য দিবস	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail : dg@bomd.gov.bd
৩	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি/ পেশাগত উন্নয়ন	চাহিদা/ প্রাপ্যতা তালিকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।	সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারি বিধি অনুযায়ী	মনোনয়ন আদেশ জারির পর সিডিউল অনুযায়ী	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail : dg@bomd.gov.bd
৪	ডিজিটাল পদ্ধতিতে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এসিআর তথ্য সংরক্ষণ	প্রযোজ্য নয় (অনলাইন)	আইসিটি কর্মকর্তা/সুপার এডমিন	বিনামূল্যে	০১ কার্যদিবস	জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন : +৮৮০২-৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল : ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ E-mail: adgeochem@bomd.gov.bd

---: পিতা-মাতার নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ। :---

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৫	পাসপোর্টের জন্য অনাপত্তি (NOC) সনদ প্রদান	আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পাসপোর্ট ইস্যুর লক্ষ্যে অনাপত্তি (NOC) সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে	১। সাদা কাগজে আবেদন, ২। নির্ধারিত NOC ফরম	বিনামূল্যে	০৭ কার্যদিবস	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৬	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ/স্থায়ী করণ	আবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অফিস আদেশ জারি করা হয়	১। আবেদনপত্র ২। নিয়োগপত্র ৩। যোগদানপত্র	বিনামূল্যে	১৫ কার্যদিবস	জনাব মোঃ আঃ খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৭	কল্যাণ তহবিল থেকে কর্মকর্তা কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান	কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন মোতাবেক কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসার জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র ২। বেতনের পে-স্লিপ ৪। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ৫। ব্যাংক হিসাব নম্বরের ফটোকপি	বিনামূল্যে	০৭ কার্যদিবস	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ফোন: +৮৮০২-৫৫১৩০৬০৮ মোবাইল : ০১৭২২-৬২০০৪১ E-mail: adgeo@bomd.gov.bd
৮	কর্মকর্তাদের আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা	প্রাপ্যতা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সংযোগ প্রদান করা হয় আবেদনপত্র/চাহিদা পত্র অথবা	"সমন্বিত টেলিফোন নীতিমালা-২০০৪" এর নির্ধারিত ছকে আবেদন	বিনামূল্যে	০১ কার্যদিবস	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ফোন: +৮৮০২-৫৫১৩০৬০৮ মোবাইল : ০১৭২২-৬২০০৪১ E-mail: adgeo@bomd.gov.bd

---: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। :---

৪.২.৪ আওতাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা: প্রযোজ্য নয়।

৪.৩ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-২২২২২৬১৯৪ মোবাইল: ০১৭২৬-৩৭৩৫৫৬ E-mail: director@bomd.gov.bd	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ফোন : +৮৮০২-২২৩৩৯০১৮৯ মোবাইল : ০১৭১৫৩০৬৬৬৬	২০ (বিশ) কার্যদিবস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নং গেট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা web: www.grs.gov.bd	৬০ (ষাট) কার্যদিবস

৪.৪ আপনার (সেবা গ্রহীতার) কাছে আমাদের (খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর) প্রত্যাশা

ক্র. নং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা
৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল ম্যাসেজ/ই-মেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৪	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৫	অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা

৫.০ সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক

০১ * মহাপরিচালক

০১ * সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

০১ * কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ

০১ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

পরিচালক

০১ * পরিচালক

০১ * কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ

০১ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

পরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * পরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ

০১ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)

০১ * উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)

০১ * সহকারী পরিচালক

০১ * সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)

০১ * তত্ত্বাবধায়ক

০১ * হিসাবরক্ষক

০২ * অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

০২ * ড্রাইভার

০১ * জারিকারক

০২ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

০২ * নিরাপত্তাকর্মী

০১ * পরিচ্ছন্নতাকর্মী

উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)

০১ * সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)

০১ * সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)

০১ * উচ্চমান সহকারী

০১ * ড্রাফ্টসম্যান

০১ * সার্ভেয়ার

০১ * ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান

০৩ * অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

০২ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

---: *নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা-লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।* :---

৬.০ জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪
০১	মহাপরিচালক	০১	০১
০২	পরিচালক	০১	০১
০৩	পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
০৪	উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)	০১	০১
০৫	উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
০৬	সহকারী পরিচালক	০১	-
০৭	সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	০১	০১
০৮	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১	০১
০৯	সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১	০১
১০	সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)	০১	০১
১১	তত্ত্বাবধায়ক	০১	০১
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১
১৩	হিসাবরক্ষক	০১	০১
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	-
১৫	ড্রাফ্‌টসম্যান	০১	-
১৬	সার্ভেয়ার	০১	০১
১৭	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান	০১	০১
১৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৫	০৩
১৯	কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ	০৩	০৩
২০	ড্রাইভার	০২	০২
২১	এম.এল.এস.এস	০২	০২
২২	জারিকারক	০১	০১
২৩	অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান	০৫	০৩
২৪	নিরাপত্তা কর্মী	০২	০২
২৫	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	০১	০১
	মোট	**৩৮**	**২৯**

---: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে : নতুবা চুপ থাকে। (সহীহ বুখারীঃ ৬১৩৮) :---

৭.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে বিএমডিকে একটি আধুনিক ও গতিশীল রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবনা রয়েছেঃ

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন: ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো'র সকল নাগরিক সেবাকে (অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা) E-Licence and lease Management system সফটওয়্যার প্রণয়ন করে অনলাইন/ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ভবিষ্যতে উক্ত সফটওয়্যারে স্মার্ট প্রযুক্তি সংযোজন করে আরও যুগোপযোগী ও নাগরিকবান্ধব করার লক্ষ্যে মডিফিকেশন/আপগ্রেডেশনের পরিকল্পনা রয়েছে।

(খ) শাখা অফিস স্থাপন: খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন/আহরণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহরে নিজস্ব শাখা অফিস স্থাপন।

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন: জনবল নিয়োগ ও নিয়োগকৃত জনবলকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮.০ সুশাসনের অধীনে কৃত কাজ

৮.১ অবৈধ/অননুমোদিতভাবে উত্তোলিত খনিজ সম্পদ জব্দ ও নিলামে বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৯৩(২) অনুযায়ী দেশের কোথাও অবৈধ/অননুমোদিতভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণ করার বিষয়ে বিএমডি অবগত হলে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী অবৈধ/অননুমোদিতভাবে উত্তোলিত খনিজ জব্দপূর্বক নিলামে বিক্রয় করা হয় এবং অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেপ্রেক্ষিতে নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুরে সাধারণ বালুমহালে বালু উত্তোলনের সময় প্রাপ্ত পাথর, সুনামগঞ্জ জেলার ধোপাজান ও ফাজিলপুর বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি হতে অবৈধভাবে উত্তোলিত পাথর এবং হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় সোনাই নদীর উভয় পাশে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উত্তোলিত সিলিকা বালু উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয় করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৭,০৫,৫১,৯৪৩ (সাত কোটি পাঁচ লক্ষ একান্ন হাজার নয়শত তেতাল্লিশ হাজার মাত্র) এবং নিলাম মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট ও ১০% আয়কর বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৮.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন খনিজ হতে আদায়কৃত রাজস্ব

খনিজের নাম	আদায়কৃত রাজস্ব (হাজার টাকায়)
কয়লা	৯৭০০৫২.৬৮৫/-
কঠিন শিলা	৯০৯৭৫.৫০২/-
সিলিকা বালু	-
সাধারণ বালু	৩৩.০৭৫/-
সাদামাটি	১৬৬২.৫২৫/-
অন্যান্য (বার্ষিক ফি/ইজারা ফি, সাধারণ বালু, দন্ড ফি)	৮৬২৭৫.৪৪৩/-
সর্বমোট	**১১৪৮৯৯৯.২৩/-**

---: বিপদের প্রথম অবস্থার ধৈর্যই প্রকৃত ধৈর্য। (সহীহ বুখারীঃ ১২৮৩)। :---

৮.৩ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক বিভিন্ন খনি এবং কোয়ারি পরিদর্শন

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি-বিধানসমূহ ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালন করে খনি এবং কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য বিএমডি কর্তৃক নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

চিত্রঃ কোয়ারি পরিদর্শন

চিত্রঃ সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারি পরিদর্শন।

চিত্রঃ সিলিকাবালু কোয়ারি পরিদর্শন।

চিত্রঃ সাদামাটি কোয়ারি পরিদর্শন।

---: প্রত্যেক সৎআমাল সাদকা। (সহীহ বুখারীঃ ৬০২১) :---

চিত্র: পঞ্চগড় জেলার পাথর কোয়ারি এবং রকস মিউজিয়াম পরিদর্শন

৮.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সঙ্গে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২৫ জুন, ২০২৩ তারিখে স্বাক্ষর হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা সমূহের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র অবস্থান সন্তোষজনক।

৮.৫ সেবা ডিজিটাইজেশন

বিএমডির সকল নাগরিক সেবা (অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা) অনলাইন/অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে E-Licence and Lease Management System সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে নাগরিকগণ সহজে ঘরে বসেই বিএমডির অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারার জন্য আবেদন থেকে শুরু করে ইজারা মঞ্জুরির সেবা পাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন নাগরিকগণের সেবা পেতে ব্যয় কম হচ্ছে অন্যদিকে বিএমডি কর্তৃক দ্রুত ও হয়রানিমুক্তভাবে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় ১৩ টি সিলিকা বালু কোয়ারি অনলাইনে ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিএমডির রাজস্ব আদায় পূর্বের তুলনায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এবং বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষ জনবল হিসাবে গড়ে তুলতে বছরব্যাপী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে বিএমডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার:

- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ১ম প্রশিক্ষণ
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২৩ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন

---: যে জাতি যাকাত অস্বীকার করে আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি প্রদান করেন। (মু'জামুল আউসাতঃ ৪৫৭৭) :---

- ই-নথি (লগইন, প্রোফাইল ও ডাক ব্যবস্থাপনা)
- "সরকারি চাকুরির সাধারণ শর্তাবলী, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি এবং দাপ্তরিক শিষ্টাচার"
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত
- লার্নিং সেশন (১): চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপর সম্যক ধারণা ও করণীয়
- "সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমলা, ২০১৮"
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার ২.১ সূচকের আওতায় সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার ২.২ সূচকের আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত
- "গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা-২০২০"
- ই-নথি (নথি ব্যবস্থাপনা, পত্রজারি, সেটিং)
- সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮
- লার্নিং সেশন (২): "সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় আমাদের করণীয়"
- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন (২)
- সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক (২) প্রশিক্ষণ: "প্রাতিষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান, খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা এবং রিট পিটিশন মামলা"।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (২): পটভুমি এবং গুরত্ব, কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবয়নের দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠায়
- তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (২)

৯.০ ফটো গ্যালারী ২০২২-২৩

ফটো গ্যালারী
২০২২-২৩

---: *আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।* :---

চিত্র: শেখ রাসেল দিবস পালন ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

চিত্র: ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

চিত্র: অংশীজন সভা

---: সদ্ব্যবহার করা ঈমানের অংশ। :---

চিত্র: জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের সচিব মহোদয়ের বিএমডি পরিদর্শন

চিত্র: মৌলভীবাজারের সিলিকা বালি কোয়ারি চুক্তি স্বাক্ষর

চিত্র: হবিগঞ্জের সিলিকা বালি কোয়ারি চুক্তি স্বাক্ষর

চিত্র: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রাপ্তিতে মহাপরিচালক (বিএমডি) মহোদয়কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

চিত্র: এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেড, অস্ট্রেলিয়া এর বিএমডি পরিদর্শন।

---: অপচয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। :---

চিত্র: বিএমডিতে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও শিখন সেশন।

চিত্র : বিএমডি কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা।

---: অপচয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। :---

১০.০ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

(১) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬.৫০ (ছাপান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) কোটি টাকা। বিএমডি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হতে প্রাপ্ত রয়্যালটিসহ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর এবং সিলিকাবালু কোয়ারির ইজারাবাবদ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১১৪.৯০ (একশ চৌদ্দ কোটি নব্বই লক্ষ) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে।

(২) জব্দকৃত পাথর/সিলিকাবালু হতে নিলামকৃত রয়্যালটি বাবদ গত বছরের তুলনায় ৭.০০ কোটি টাকা অধিক আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও সেডিমেন্টারি কয়লা খাত হতে ও প্রায় ৪৫.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

(৩) মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ০১ টি সিলিকাবালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও হবিগঞ্জ জেলায় ০৭ টি সিলিকাবালু কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অনুমোদন প্রদান করেছে। ইজারা চুক্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশীয় উৎস হতে উত্তোলনযোগ্য কয়লার উৎস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জয়পুরহাট জেলার সদর ও নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলায় অবস্থিত জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশের ১৫ বর্গ.কি.মি (১৫০০ হেক্টর) এলাকায় খনি অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

(৫) ০৮ সেপ্টেম্বর/২০২০ তারিখে বিএমডি কর্তৃক গাইবান্ধা জেলার সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর চর এলাকার ৪০০০ (চার হাজার) হেক্টর ভূমিতে খনিজ বালু অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেড এর অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদার করা হয় এবং ১৪-০৮-২০২২ তারিখে পরবর্তীতে ০১ (এক) বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। অনুসন্ধান শেষে তারা প্রতিবেদন দাখিল করে। বর্তমানে উক্ত এলাকায় ০৩ (তিন) টি ব্লকে সর্বমোট ২৩৯৫ হেক্টর এলাকা খনি ইজারার জন্য আবেদন করে।

(৬) বিএমডির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের অর্জন সন্তোষজনক;

(৭) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এ অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে;

(৮) মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এপিএ'র আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

(৯) বিএমডির জনবল কাঠামোর শূন্য পদগুলো নিয়োগ বিধি অনুযায়ী পূরণের নিমিত্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩য় শ্রেণীর ০৬ (ছয়) জন কর্মচারীর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

---: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। :---

১১.০ জন্মলগ্ন থেকে বিএমডি'র অর্জনসমূহ:

১। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর অধীন বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লি. (বিসিএমসিএল)-এর অনুকূলে কয়লা উত্তোলনের নিমিত্ত ১০-০৭-১৯৯৪ তারিখ খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়। উত্তোলনের শুরু হতে জুন/২০০৯ পর্যন্ত উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল ২৩,৭৪,৫১৫.৭৬৯ মেট্রিক টন। অপরদিকে, জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল ১,১৪,০৭,৮৯৪.৯৮ মেট্রিক টন। উত্তোলিত কয়লা দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

২। বিএমডি হতে অদ্যবধি সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকাবালু ও সাদামাটির ২১৭ টি কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে। খনি ও কোয়ারি ইজারার মাধ্যমে উত্তোলিত খনিজ সম্পদ জ্বালানি নিরাপত্তা, অবকাঠামো নির্মাণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ক্রমিক নং	খনিজের নাম	ইজারাকৃত কোয়ারির সংখ্যা
০১.	সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর	১২৫
০২.	সিলিকা বালু	৭৮
০৩.	সাদামাটি	১৪

৩। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্র ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ সালে প্রণীত হলেও খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়নের পর দেশের বিভিন্ন জেলার সাদামাটি, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর এবং সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ চিহ্নিত করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

৪। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-তে মহাপরিচালক পদসহ মোট ৩০টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। সৃজনকৃত পদসহ সকল পদের জন্য নতুন ভাবে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত ৩৮ টি পদের মধ্যে ৩১ টি শূন্য পদ পূরণ করা হয়েছে।

৫। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ১৯৬২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ৬১ বছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৮৪৮.৭০ কোটি টাকা প্রায়।

অর্থবছর	বছর	রাজস্ব আদায় (হাজার টাকায়)
১৯৬২-২০০০	৩৮	২৯,৬১৬.৯৮
২০০০-২০১০	১০	৬৮৩,০২৭
২০১০-২০২৩	১৩	৭৭৭৪,৩৬৯
মোট	**৬১**	**৮৪৮৭০১২.৯৮**

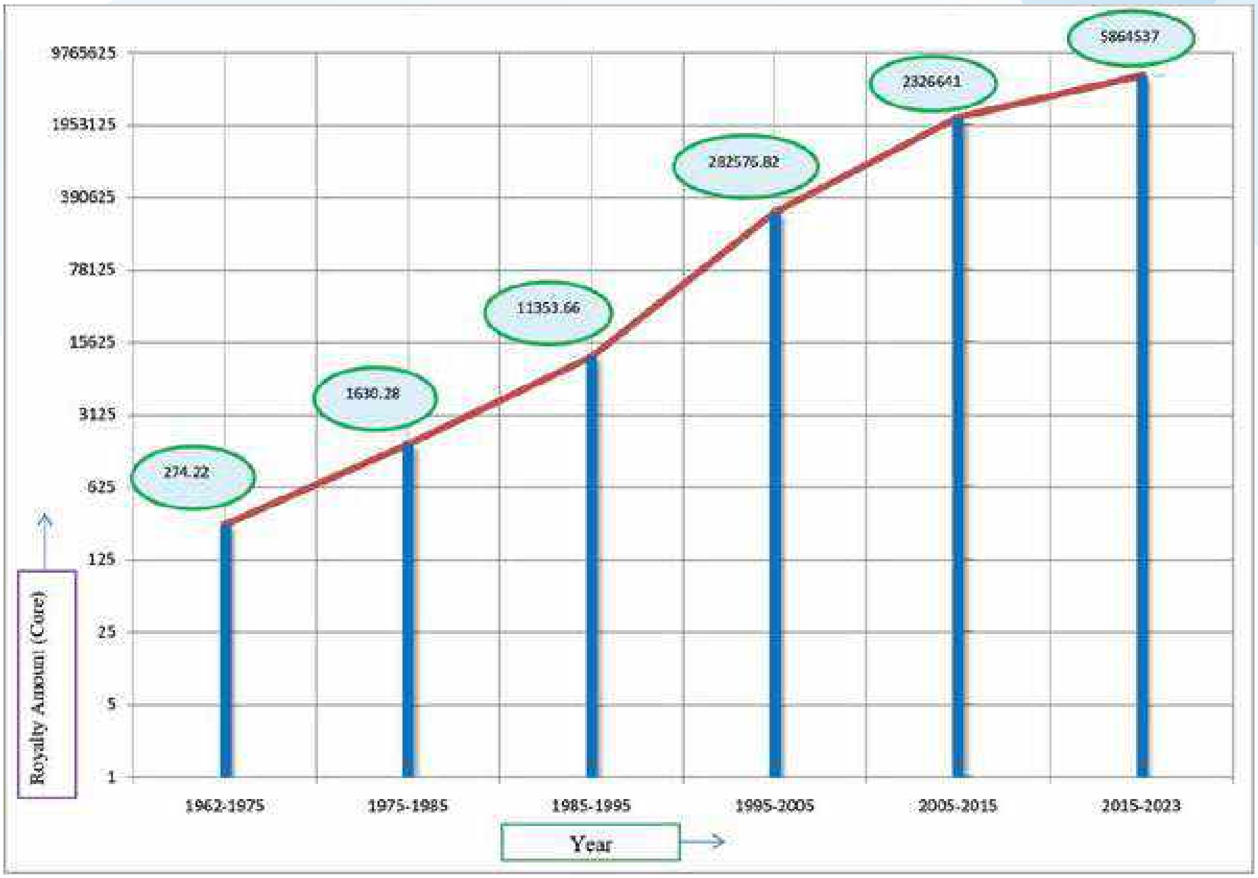

চিত্র: বিএমডি'র রাজস্ব আদায়ের গ্রাফচিত্র (কোটি টাকায়)

৬। হবিগঞ্জ জেলার ০৭ (সাত) টি সিলিকা বালু কোয়ারি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ই-লাইসেন্স এন্ড লিজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রথমবারের মত ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

৭। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট এলাকায় প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার (১০০০ হেক্টর) ভূমিতে প্রাপ্ত লৌহ আকরিকের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের নিমিত্ত ২১-১১-২০২১ তারিখে ০২ (দুই) বছর মেয়াদে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

১২.০ আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত)-এর অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারার মাধ্যমে ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে রাজস্ব (আবেদন ফি, রয়্যালটি, বার্ষিক ফি, নিরাপত্তা জামানত, নিলামকৃত রয়্যালটি, পরীক্ষা ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডির রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে বিএমডির মোট রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ৩৮৮.৭৮ কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিএমডির মোট ব্যয় ছিল মাত্র ১০.৪১ কোটি টাকা। বিএমডির জনবলবৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বিগত ৫ বছরে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ: (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আদায়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৮-২০১৯	৪৬.০৩	১.৮০
২০১৯-২০২০	৭১.৭১	২.১০
২০২০-২০২১	৭৬.৯৩	২.১০
২০২১-২০২২	৭৯.২১	২.৪৩
২০২২-২০২৩	১১৪.৯০	১.৯৮
মোট	৩৮৮.৭৮	১০.৪১

১৩.০ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

১৩.১ প্রধান সমস্যাসমূহ

(ক) নিজস্ব অফিস না থাকায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন অন্য একটি দপ্তরের একটি মাত্র ফ্লোরে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে;
(খ) প্রয়োজনীয় লোকবল সংকট;
(গ) জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক অফিস না থাকা;
(ঘ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর কতিপয় বিধি প্রয়োগে জটিলতা ও অস্পষ্টতা;
(ঙ) বিএমডির কার্যক্রম বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকায় কাজের দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়;
(চ) উচ্চ আদালতে নিষ্পন্নযোগ্য মামলা নিষ্পত্তির জন্য নিজস্ব আইন কর্মকর্তা না থাকা;
(ছ) মামলার দীর্ঘসূত্রিতা।

১৩.২ চ্যালেঞ্জসমূহ:

(ক) নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন;
(খ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর নিয়োগবিধি, ২০১৪ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা;
(গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ হালনাগাদ করা।

১৪.০ উপসংহার

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি দপ্তর যা তেল, গ্যাস (ব্যতীত) সারা দেশে প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিএমডি কাজ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ১৯৬২ সালে বিএমডি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর সোনার বাংলার আধুনিকায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন ভিশন ২০২১ এবং স্বোচ্চার কণ্ঠে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। তারই অংশ হিসাবে রাজস্ব আদায়কারী সকল প্রতিষ্ঠান গতিশীলতা লাভ করে। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতায় ২০১২ সালে প্রণীত হয় খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২। তেল ও গ্যাস ব্যতীত সারা দেশের প্রাপ্ত খনিজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয় তথা সারাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন বিভাগের সম্ভাব্য খনিজ সম্পদের প্রাপ্ত অনুসন্ধানভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী প্রকাশিত হয় খনিজ সম্পদের অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকা নির্ণয় এবং গেজেটভুক্তকরণ তালিকা। বিএমডি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ১১৪.৯০ (একশত চৌদ্দ দশমিক নয় শূন্য) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

---: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। :---

Annexure 1

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আওতায় গঠিত কমিটি

- ক) সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় (পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত) গঠিত কমিটি:

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৭	বন বিভাগের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি (শুধু ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারির ক্ষেত্রে)	সদস্য
১০	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
১১	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

- সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে পার্বত্য জেলাসমূহের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা) জন্য গঠিত কমিটি:

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৭	বন বিভাগের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৯	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
১০	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

---: সদ্ব্যবহার করা ঈমানের অংশ। :---

▪ খ) সাদামাটি কোয়ারির ক্ষেত্রে গঠিত কমিটি

▪ সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত জেলা মনিটরিং কমিটি:

১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	আহ্বায়ক
২	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৪	পুলিশ সুপারের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬	বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী জেলার জন্য)	সদস্য
৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য সচিব

Annexure 2

(একনজরে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বিধিসমূহ:)

বিধি-২: সংজ্ঞা সমূহ-

(৭) "কোয়ারী ইজারামূল্য" অর্থ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর, বালু মিশ্রিত পাথর এবং অন্যান্য অধাতব খনিজ এর মূল্য যাহা ব্যুরো, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট জেলার প্রতিনিধিগণ কর্তৃক যৌথভাবে নির্ধারিত;

(১৬) "বালু মিশ্রিত পাথর" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) (ই) তে বর্ণিত দ্রব্য যাহাতে ৫০% এর অধিক পাথর রহিয়াছে;

(২৪) "সাধারণ পাথর" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) (ই) তে বর্ণিত দ্রব্য;

(২৫) "সিলিকা বালু" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) (আ) তে বর্ণিত দ্রব্য যাহাতে ৯০% এর অধিক সিলিকন ডাইঅক্সাইড (SiO_2) রহিয়াছে;

বিধি-৭: অফেরতযোগ্য আবেদন ফি-

(১) প্রত্যেক আবেদন নিম্নোক্ত অফেরতযোগ্য ফি পরিশোধের ট্রেজারী চালানের মূল কপিসহ দাখিল করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) অনুসন্ধান লাইসেন্সের জন্য প্রথম ১০০ (একশত) হেক্টর বা ইহার অংশবিশেষের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা;

(খ) বিধি ৭৮ অনুসারে কেবলমাত্র সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর ও বালু মিশ্রিত পাথর ব্যতীত অন্যান্য কোয়ারী ইজারার জন্য প্রথম ৩০ (ত্রিশ) হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা; এবং

(গ) খনি ইজারার জন্য প্রথম ১০০ (একশত) হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা।

(২) ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে হিসাব খাত ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১ তে জমা দিতে হইবে।

বিধি-১৭ (৩): ব্যক্তিমালিকানাধীন কোয়ারি-

কোন ভূমির মালিক যাহার অন্যূন ১ (এক) একর ভূমি একসাথে রহিয়াছে, তাহার মালিকানাধীন ভূমি হইতে সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর উত্তোলন করিতে আগ্রহী হইলে বিধি ৫ অনুযায়ী ইজারার জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে এই বিধির অধীন অন্যান্য সকল শর্তও প্রযোজ্য হইবে।

বিধি-২৮ বার্ষিক ফি-

লাইসেন্স গ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের ৩১শে জানুয়ারী বা ইহার পূর্বে হেক্টর প্রতি বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে উক্ত পঞ্জিকা বৎসরের জন্য অফেরতযোগ্য ফি প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন লাইসেন্স বা ইজারা কোন পঞ্জিকা বৎসরের ৩১শে জানুয়ারীর পর মঞ্জুর করা হইলে, উক্ত বৎসরের ফি এইরূপ মঞ্জুরের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে প্রদেয় হইবেঃ

তবে আরো শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ফি উক্ত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে প্রত্যেক খেলাপী দিনের জন্য এইরূপ বাৎসরিক ফি'র ৫% হারে জরিমানা উক্ত বৎসরের ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে, বা লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুরের তারিখের ০২ (দুই) মাস অতিক্রান্তের পর হইতে প্রদান করিতে হইবে এবং যদি ফি এবং জরিমানা ফি ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা হয় তাহা হইলে উক্ত তারিখের পর লাইসেন্স বা ইজারা লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে বাতিল করা যাইবে।

বিধি-৬৬: রয়্যালটি পরিশোধ-

(১) ইজারাগ্রহীতা একাদশ তফসীলে বর্ণিত হার অনুযায়ী ত্রৈ-মাসিক উৎপাদন রিটার্ণের ভিত্তিতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ৩০শে এপ্রিল, ৩১শে জুলাই, ৩১শে অক্টোবর এবং ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে রয়্যালটি পরিশোধ করিবেন এবং উক্ত ট্রেজারী চালানের একটি মূল কপি দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত তারিখে বা ইহার পূর্বে রয়্যাল্টি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ-
(ক) প্রথম ৩০ (ত্রিশ) দিন মার্জনা কাল হিসাবে গণ্য করা হইবে;

(খ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তারিখের ৩০তম দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বকেয়া রয়্যালটি পরিশোধের ক্ষেত্রে উক্ত বকেয়া রয়্যালটির ১০% হারে জরিমানা ধার্য করা হইবে;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী ধার্যকৃত জরিমানাসহ রয়্যালটি, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে, ইজারাগ্রহীতা দফা (খ) অনুযায়ী ধার্যকৃত জরিমানার অতিরিক্ত, বকেয়া রয়্যালটির আরও ১০% প্রদানে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(ঘ) দফা (গ) মোতাবেক জরিমানাসহ রয়্যালটি উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত তারিখের ১৮০তম দিনের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বিধি ৮৪ অনুযায়ী ইজারা বাতিলযোগ্য হইবে।

(৩) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক প্রদর্শিত খনিজের খনিমুখ মূল্য মহাপরিচালকের নিকট সঠিক নয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক মনোনীত ব্যুরোর একজন কর্মকর্তা সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া উক্ত উত্তোলনকৃত, বিক্রয়কৃত, স্থানান্তরকৃত বা রপ্তানীকৃত খনিজের খনি মুখে মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারমূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও বিএমডির সহিত পরামর্শক্রমে সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১১তম তফসিলে বর্ণিত রয়্যালটির হার সংশোধন বা পুনঃনির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

বিধি-৭৮: কোয়ারি ইজারা পদ্ধতি (সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারীর ইজারা প্রদানের দরপত্র আহ্বান ইত্যাদি)-

(১) মহাপরিচালক উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে জেলা কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারা প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত দরপত্র নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে আহ্বান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) জেলা কমিটি সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারার জন্য বাংলা সন ১লা বৈশাখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করিবে এবং সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরীর সুপারিশ করিবে;

*---: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল দিবসের উপর ঈমান রাখে,
সে যেন উত্তম কথা বলে; নতুবা চুপ থাকে। (সহীহ বুখারীঃ ৬১৩৮) :---*

(খ) ব্যুরো, জিএসবি এবং জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি দরপত্র আহ্বানের পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে কোয়ারী এলাকা চিহ্নিত বা নির্ণয় করিবে এবং স্থানীয় বাজারদর অনুযায়ী কোয়ারী ইজারার মূল্য নিরূপণ করিবে;

(গ) দফা (খ) এর অধীন মূল্য নিরূপণের পর জেলা কমিটি পৌষ মাসের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করিবে এবং মাঘ মাসের মধ্যে ব্যুরোর নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে ব্যুরো উহার সুপারিশ সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে এবং সরকার ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করিবে;

(ঘ) ব্যুরো সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে জমা দেওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করিবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট হইতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যুরো উক্ত দরদাতার অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরীপত্র জারী করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি অবহিত করিবে;

(চ) যদি দরপত্রের সর্বোচ্চ দর দফা ২(খ) অনুযায়ী নিরূপিত ইজারা মূল্যের চাইতে কম হয় তাহা হইলে জেলা কমিটি পুনঃ দরপত্র আহ্বান করিবে এবং যদি পুনঃ দরপত্রের সর্বোচ্চ দর নিরূপিত ইজারা মূল্যের চাইতে কম হয় তাহা হইলে জেলা কমিটি তৃতীয় বারের মত দরপত্র আহ্বান করিবে এবং যদি তৃতীয় দরপত্রের সর্বোচ্চ দর নিরূপিত ইজারা মূল্যের চাইতে কম হয় তাহা হইলে জেলা কমিটি ব্যুরোর মাধ্যমে বিষয়টি সরকারের নিকট পাঠাইবে এবং এইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(ছ) প্রতি দরদাতা তাহার প্রস্তাবিত দরের ২৫% এর সমপরিমাণ টাকা টেন্ডার ডকুমেন্টের সহিত জেলা কমিটির চেয়ারম্যানের অনুকূলে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আকারে আর্নেষ্ট মানি হিসাবে প্রদান করিবেন এবংজেলা কমিটি উপ-বিধি (২) (গ) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে সুপারিশ পেশ করিবে এবং উক্ত তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অকৃতকার্য দর দাতাগণের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট ফেরৎ দিবে;

(জ) যদি সফল দরদাতা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মোট ইজারা অর্থ জমা প্রদানে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তাহার আর্নেষ্টমানি ব্যুরোর অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে; এবং

(ঝ) ইজারা মঞ্জুরের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কোয়ারীর দখল ইজারাগ্রহীতার অনুকূলে হস্তান্তর করা হইবে।

বিধি-৮১ (৫): রয়্যালটি নির্ধারণ ক্ষমতা-

আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারমূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও বিএমডির সহিত পরামর্শক্রমে সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১১তম তফসিলে বর্ণিত রয়্যালটির হার সংশোধন বা পুনঃনির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

বিধি-৯১: অবৈধ কার্যক্রম-

(১) কোন ব্যক্তি- (ক) মঞ্জুরকৃত এলাকার বাহিরে অনুসন্ধানসহ কোন খনি কার্যক্রম পরিচালনা;
(খ) লাইসেন্সধারী বা ইজারাদার কর্তৃক মঞ্জুরী প্রাপ্ত এলাকায় অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান; এবং
(গ) অনুচ্ছেদ 'খ' তে বর্ণিত এলাকায় লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক পরিচালিত কোন ধরণের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এবং (গ) অনুচ্ছেদের বিধান অমান্য করিলে মহাপরিচালক বা লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার অনুরোধক্রমে স্থানীয় পুলিশ বা প্রশাসন বাধা অপসারণ বা হস্তক্ষেপ, বন্ধ বা অপসারণ করিবে এবং মহাপরিচালক বা তাহার নিয়োজিত কর্মকর্তা লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার পক্ষে প্রচলিত আইনের অধীন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) লঙ্ঘন করিয়া খনিজ পদার্থ আহরণ করিলে মহাপরিচালক আহরিত খনিজ আটক করিতে পারিবেন, ইহা সম্ভব না হইলে বকেয়া ভূমি রাজস্বের ন্যায় সার্টিফিকেট মোকদ্দমার মাধ্যমে The Public Demands Recovery Act,1913 (Act III of 1913) অনুযায়ী আহরিত খনিজের সামগ্রিক মূল্য আদায় করিবেন।

বিধি-৯৩: অবৈধ খনিজ আহরণে বাধা প্রদান-

(১) নিম্নবর্ণিত কারণে উপ-বিধি (২) তে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) অননুমোদিত খনিজ আহরণ;

(খ) অনুমোদন ছাড়া কোয়ারীর ব্যবহার; এবং

(গ) অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে আহরিত খনিজ অপসারণ করা।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত যে কোন কাজ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক মনোনীত বা কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণ-

(ক) বিলম্ব না করিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করিবেন এবং খনি বা কোয়ারীতে অবৈধ উত্তোলন বন্ধের জন্য স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(খ) বেআইনীভাবে আহরিত বা উত্তোলিত খনিজ পদার্থ আটক করিবেন এবং এইগুলি নিলামে বিক্রয় করিবেন এবং বিক্রয়কৃত অর্থ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর হিসাব খাতে জমা প্রদান করিবেন;

(গ) উক্তরূপ কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করিবেন; এবং

(ঘ) উক্তরূপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

বিধি-৯৪: খাতভিত্তিক খনিজ সম্পদের রাজস্ব জমা প্রদানের কোড নং (হিসাবের খাত)-

এই বিধিমালার অধীন আবেদন ফি, বাৎসরিক ফি বা নিরাপত্তা জামানতের সুদ বা জরিমানা বা অন্য কিছু হিসাব খাত “১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১” (নতুন ইকোনমিক কোড ১৪২০৩০১১২২০৩০-১১০০০০০০০-১১০০১০০০-১৪৪১২৯৯) এ এবং রয়্যালটি বা কোয়ারী ইজারা মূল্য হিসাব খাত “১/৪২৪১/০০০০/১৭০১” (নতুন ইকনোমিক কোড-১৪২০৩০১১২২০৩০-১১০০০০০০০-১১০০১০০০-১৪১৫১০১) এ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।

---: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। (সহীহ বুখারীঃ ৬১৩৮) :---

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো

Bureau of Mineral Development

"খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করি
উন্নত বাংলাদেশ গড়ি"

---: নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা-লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। :---

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.bomd.gov.bd